The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বিংশ শতাব্দীর ষাট এবং সত্তরের দশকের বাংলা সাহিত্যে নারী সাহিত্যিকদের কলমে লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চিন্তাধারা

Madhurima Prava Halder
Former Student, Dept. of Bengali, University of Calcutta, West Bengal, India
DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400054

Abstract
বিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকের বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন নারী সাহিত্যিকদের কলমে তৎকালীন সময়ের লিঙ্গবৈষম্য, নারী-নিপীড়ন তথা শোষণ এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদী স্পর্ধা ধ্বনিত হয়েছে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। সেসময় এই প্রতিবাদী চেতনা নারীবাদী লেখনীর আঙ্গিকে যে অসামান্য সাহিত্যিক রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা সেসময়কার সমাজ মানসকে ছাড়িয়ে আজকের পরিবর্তিত সমাজেও একইভাবে প্রাসঙ্গিকতা বহন করে চলেছে এবং আবহমানকাল ধরে তা চলবেও। বিংশ শতাব্দীর সমাজ মানসের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দেওয়া সেইসব অসামান্যা নারীরা প্রথাগত অবরুদ্ধ জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে আত্মপরিচয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি নিয়ে কলম ধরেন। ষাটের দশকের পরে সত্তরের দশকেও কলমের লেখনী ক্রমান্বয়ে আরও ধারালো হয়ে ওঠে, যেখানে নারীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, দৈহিক অস্তিত্ব এবং সামাজিক বিধিনিষেধ ভাঙার বিষয়টি জোরালোভাবে প্রাধান্য পায়। উল্লেখযোগ্য ওই দুই দশকের নারী লেখিকাদের ক্ষেত্রে যাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়, তারা হলেন— আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, কবিতা সিংহ প্রমুখ। আলোচ্য প্রতিবেদনে এক নিবিড় পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত লেখিকাদের কলমে লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক চিন্তাধারা কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তার ওপর আলোকপাত করা হল। উক্ত নারী লেখিকাদের সৃষ্ট নারী চরিত্ররা, তাদের পৃথক পৃথক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কীভাবে হয়ে উঠেছেন এক একজন দৃঢ়চেতা, প্রতিবাদী সত্তা, তা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

Keywords: *নারীবাদী ভাবনা, লিঙ্গবৈষম্য, প্রতিবাদী সত্তা, পুরুষতান্ত্রিকতা, সমাজমানস, নারী-নিপীড়ন*

ভূমিকা

নারীদের কথা নারীদের কলমে উঠে আসার যাত্রা বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে খুবই অনালোকিত ভাবে শুরু হলেও ক্রমে বিংশ শতকে এই যাত্রা তার প্রকৃষ্ট এবং স্বতন্ত্র রূপটি খুঁজে পায় কিছু স্পষ্টবাদী এবং দৃঢ়চিত্তের অধিকারিনী লেখিকাদের কলমের আঁচড়ে। যাদের লেখনীর মধ্য দিয়ে সমাজের সম্মুখে অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীজাতির প্রতি পিতৃতান্ত্রিকতার বৈষম্যমূলক দিকটি, যা সাধারণত 'লিঙ্গবৈষম্য' নামে সমধিক পরিচিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, বহু প্রতিকূলতার বশবর্তী হয়েও যারা নিরন্তর তাদের ব্যতিক্রমী চিন্তা-চেতনা, কর্মসূচি এবং অনন্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জানিয়েছিলেন সোচ্চার প্রতিবাদ, তা আজও আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে সম্যক রূপে বিরাজমান। বিংশ শতকের প্রতিটি দশকে বহুবিধ স্রষ্টার কলমে নানান সময়ে নারী নিপীড়নের বিষয়টি উঠে এলেও বর্তমান প্রয়াসে কেবল ষাট এবং সত্তরের দশকে সৃষ্ট সেই সকল কালজয়ী সৃষ্টিরাই এখানে প্রধান আলোচ্য।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

উদ্দেশ্য

সমাজের গভীরে স্থান করে নেওয়া নানাবিধ সামাজিক ব্যাধির মধ্যে অন্যতম ব্যাধি লিঙ্গবৈষম্যের কারণে যে অগণিত অন্যায় এ সমাজের বুকে নিত্য ঘটে চলেছে, তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার স্পর্ধা বিগত শতকের বিভিন্ন সময়ে যাদের কলমের চালনার মধ্য দিয়ে পেয়েছিল এক সুষ্ঠু সাহিত্যিক রূপ, তাদের মধ্যে থেকেই কিছু নির্দিষ্ট কালপর্বের সাহিত্যসৃষ্টি ও স্রষ্টাদের গুরুত্বকে বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরাই এই প্রবন্ধে আমার অন্যতম উদ্দেশ্য। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দুই দশক, যথাক্রমে ষাট ও সত্তরের দশকের সময়পর্বকে এখানে বেছে নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে। লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক চিন্তাধারা নারীসত্তার কণ্ঠে, নারীবাদী আঙ্গিকে সাহিত্যের পাতায় কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল, তার ওপর আলোকপাত করাই এ প্রবন্ধের প্রধানতম উদ্দেশ্য রূপে বিবেচিত।

সমগ্র মানবজগৎ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই একথা শাশ্বত সত্যরূপে প্রকাশিত হয়ে এসেছে যে, প্রকৃতি এবং পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই উদ্ভাবিত হয়েছে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সৃষ্টিকার্য। সুবিপুল এই বসুন্ধরার বুকে আজ যা কিছু আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বিদ্যমান, তার প্রতিটিরই সৃষ্টিরহস্যের পশ্চাতে সুপ্ত রয়েছে কোনও না কোনও নরনারীর সম্মিলিত, সুচিন্তিত প্রচেষ্টা এবং প্রয়াস। পৃথিবী সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে মানবজাতির উদ্ভবের প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি নরনারীর সম্মিলিত প্রয়াসের চিত্র। এই সুবিশাল জগতের সর্ববিধ সৃষ্টিতেই যে নারী-পুরুষের ভূমিকা ও গুরুত্ব সমরূপে বিদ্যমান তা প্রাচীন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ তথা বেদ এবং পুরাণাদিতে বর্ণিত হলেও কালক্রমে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণারও ঘটে যায় অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। যুগের পরিবর্তনের সাথে ঘটে চলে সমাজ এবং মানবমনেরও পরিবর্তন। তবে সব পরিবর্তন সর্বদা জগতের সার্বিক কল্যাণার্থে উদ্ভূত হয় না। কারণ, এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমাজমানসে ধীরে ধীরে স্থান করে নিয়েছিল পুরুষজাতির অধিকতর প্রাধান্য অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিকতা। এরই পাশাপাশি সমাজের বুকে শুরু হয়ে যায় নারী-পুরুষে বৈষম্য বা লিঙ্গবৈষম্য। বৈদিক যুগে নারীরা যে সম্মানের অধিকারিনী ছিলেন, সেই সম্মানের আসন উপনিষদ এবং মহাকাব্যের যুগে কিছুটা অব্যাহত থাকলেও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার পরবর্তী সময় থেকে ধীরে ধীরে খর্ব হতে থাকে। শিক্ষা সহ বহু অধিকার এবং স্বাধীনতা হরণ করা হতে থাকে। ক্রমশ এই সময় থেকেই প্রায় সমগ্র ভারতীয় নারীসমাজ, পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভুত্ববাদী শাসনে অভ্যস্ত হতে হতে শেষে অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। 'মনুসংহিতা'-র সেই উচ্চকিত বিধান নারীজাতির মননে প্রোথিত করে দেওয়া হয় যে, নারী বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকবে। ফলতঃ ভারতীয় নারীসমাজ শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে শেষে স্বামী, সংসার ও গৃহকার্যের নিবিড় শিকলে তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু যুগে যুগে এই শিকল ভাঙার দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই জন্ম হয় ব্যতিক্রমী, স্বতন্ত্র সত্তাদের, যারা নিজ নিজ ক্রিয়াকর্মের দ্বারা এই কঠোর লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নারীবাদী অস্তিত্বকে সুদৃঢ় রূপে গঠন করতে সচেষ্ট এবং সমর্থ হয়েছিলেন; এদের মধ্যে কেউ বা সমাজে, কেউ বা সাহিত্যে আবার কেউ বা দুয়েতেই।

বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল অঙ্গনে, লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চিন্তাধারা সম্বলিত সাহিত্য সৃষ্টি ও স্রষ্টার কথা চিন্তা করতে গেলে সর্বপ্রথম যে নামটি প্রাতঃস্মরণীয় ভাবে স্মরিত হয়, তিনি হলেন আশাপূর্ণা দেবী। তাঁর লেখা বহু ছোটগল্প এবং উপন্যাসের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য রূপে পরিচিত ত্রয়ী উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৫), 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৬) এবং 'বকুলকথা' (১৯৭৪), যার প্রথম দুটি ষাটের দশকে এবং তৃতীয়টি প্রকাশিত হয় সত্তরের দশকে। বিংশ শতকের ষাট এবং সত্তরের দশকে প্রকাশিত এই অসামান্য তিনটি উপন্যাস, সামাজিক ব্যাধি লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চারিত প্রতিবাদের এক অনন্য সাক্ষ্য বহন করে চলেছে আজও। আশাপূর্ণা দেবীর পরপরই যে অসামান্য মহিলা কথাসাহিত্যিক তথা সমাজকর্মীর নাম উঠে আসে, তিনি হলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে নারীবাদী ভাবনা প্রথাগত নারীবাদের চেয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশিত, যেখানে প্রান্তিক, আদিবাসী এবং শোষিত নারীদের শরীর ও মনকে পিতৃতান্ত্রিক শ্রেণি শোষণের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর সুবিস্তৃত সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে এ প্রসঙ্গে ছোটগল্প 'দ্রৌপদী', 'রুদালী', সহ উপন্যাস 'হাজার চুরাশির মা' প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টি নারীদের

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

প্রতিবাদী স্বতন্ত্র সত্তার সাক্ষ্য বহনকারী। মহাশ্বেতা দেবীর পরেই ষাট-সত্তরের দশকের স্বতন্ত্র প্রতিবাদী নারী লেখিকা হিসাবে যার নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন কবি, গল্পকার এবং প্রথিতযশা সাংবাদিক কবিতা সিংহ। বাংলা সাহিত্যে নারীবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত কবিতা সিংহ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নারীসত্তা ও সমানাধিকার নিয়ে তাঁর কলমের মধ্য দিয়ে লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আওয়াজ তোলার ক্ষেত্রে সরব হয়েছিলেন। এছাড়াও আরও কিছু লেখিকার নাম এ প্রসঙ্গে জানা যায়।

এখন আলোচ্য ষাট এবং সত্তরের দশকের নারী লেখিকাদের সৃষ্ট রচনায় সাহিত্যিক প্রতিবাদে যে প্রধান দিকগুলো উন্মোচিত হয়েছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত দেখা যাক। এক্ষেত্রে প্রথমেই উঠে আসে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি বিরোধিতার কথা। এই সময়কার লেখিকারা সমাজের গভীরে প্রোথিত লিঙ্গবৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং পুরুষতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। সংসার, বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে নারীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া প্রবল বৈষম্যের বিরুদ্ধে লেখিকারা সরাসরি কলম ধরেছিলেন। এর পরেই বলা যেতে পারে স্বকীয় আত্মপরিচয় এবং স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে লেখনীর কথা। এই পর্বের নারী লেখিকারা কেবল গৃহকোণে আবদ্ধ নারী হিসেবে নয়, বরং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাধীনচেতা নারী হিসেবে তাঁরা বাঁচতেন, তাই তাদের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলিও বলেছে স্বকীয় আত্মপরিচয় গঠনের কথা, স্বাধীনচেতা মানসিকতার কথা। নারী-পুরুষের সম-অধিকার এবং নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল তাদের লেখার মূল উপজীব্য। নারীরা আর কেবল ভোগ্যবস্তু বা করুণার পাত্র নয় বরং নিজেদের অস্তিত্বের সন্ধানে সক্রিয় করে তোলাই ছিল লেখার অন্যতম লক্ষ্য।

আত্মপরিচয় এবং স্বাধীনতা গড়ে তোলার সাথেই যে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক এক্ষেত্রে তাদের কলমে উঠে এসেছিল নানান আঙ্গিকে, তা হল নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার বিষয়টি। যে কোনো মানুষই জীবনে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে তখনই সক্ষম হন, যখন তিনি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হতে পারেন। তৎকালীন লেখিকাদের লেখনীতে এই বিষয়টিও সমান গুরুত্ব আরোপ করেছে। তারা প্রতিটি নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির ওপর জোর দেন এবং প্রথাগত সংসার জীবনের বাইরে কর্মক্ষেত্রে বা পেশাগত জীবনে নারীর অংশগ্রহণকে ইতিবাচকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এরই পাশাপাশি আরও যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক তাদের কলমে উঠে এসেছিল নানাভাবে, তা হল সমাজমানসে তৈরি হওয়া নারী কেন্দ্রিক যৌনতা ও শরীরী রাজনীতির বিরুদ্ধে এক নতুন আঙ্গিকে নারীসত্তাকে তুলে ধরার বিষয়টি। সেসময়কার সমাজে নারীর শরীরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সামাজিক ট্যাবু এবং বৈষম্যকে সাহসের সাথে সাহিত্যে তুলে ধরেছিলেন তারা। বিভিন্ন রচনায় শরীরী প্রেমের বর্ণনায় নারী লেখিকাদের স্বকীয়তা এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট হয়ে ওঠে, যা প্রথাগত রোমান্টিক ভাবনার চেয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশিত।

উপরিউক্ত আলোচ্য দিকগুলির ক্ষেত্রে সবশেষে যে বিশেষ দিকটি উল্লেখ্য, সেটি হল সামাজিক সংস্কার তথা সামাজিক শৃঙ্খল ভাঙার বিষয়টি। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় যে এ দশকের লেখিকারা তাদের লেখনীর মধ্য দিয়ে বারে বারে আওয়াজ তুলেছিলেন লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে, আর তাই সে আওয়াজ তাদের সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে জোরালোভাবে। নারীর গৃহবন্দী জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরের জগতের সাথে মেলবন্ধন তৈরি হওয়ার রূপরেখা তাই অঙ্কিত হয়েছে সুনিপুণ ভাবেই। পরিবার ও সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন, পণপ্রথা এবং শিক্ষাবঞ্চিত নারীর যন্ত্রণালব্ধ করুণ চিত্র তাদের কলমের আঁচড়ে ফুটে উঠেছে সুচারুরূপে।

বিগত শতকের ষাট এবং সত্তরের দশকে তৎকালীন নারী সাহিত্যিকদের কলমে অঙ্কিত সেই প্রতিবাদী ধারাই বাংলা সাহিত্যে নারীবাদী চেতনার ভিত্তিকে সুদৃঢ় রূপে স্থাপনে সক্ষম হয় ক্রমান্বয়ে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ প্রয়োজন ব্যতিক্রমী প্রতিবাদী সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর কথা। আশাপূর্ণা দেবী সৃষ্ট সাহিত্যে লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা ধ্বনিত হয়েছে মূলত মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর অন্দরমহলের অবদমনকে কেন্দ্র করে, তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং পিতৃতান্ত্রিক শৃঙ্খল ভাঙার লক্ষ্যে এক দৃঢ় প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। তাঁর সুবিখ্যাত ত্রয়ী উপন্যাস সহ একাধিক ছোটগল্পের মধ্যে নারীশিক্ষার অধিকার, বাল্যবিবাহ রোধ এবং লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চারিত প্রতিবাদের ছবি সুস্পষ্ট। আমাদের ভারতবর্ষে 'নারীবাদ'-এর প্রাতিষ্ঠানিক ধারণায় ঢেউ লাগার বহু আগেই আশাপূর্ণা দেবী তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র আঙ্গিকে শুরু করেছিলেন শিকল ভাঙার কাজ। লিঙ্গবৈষম্যের গভীরে ব্যক্তিপুরুষের সঙ্গে ব্যক্তিনারীর সম্পর্কের অসাম্যই যে সমস্যার মূলমাত্র নয়, তা শুধুই প্রকাশমাত্র; তা নিজের মতো করে বুঝে নিয়েছিলেন আশাপূর্ণা। আধিপত্যবাদী পুরুষবর্গের বহুকাল ধরে গড়ে তোলা বৈষম্যবাদী সমাজের

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

শাসন, শোষণ, নিপীড়নের দৃষ্টিকে তিনি তাই একরৈখিকভাবে আঁকেননি, মেয়েরাই কীভাবে নিজেদের 'মেয়েমানুষ' বা দুর্বল অবলা করে রেখে দেয়, হয়ে ওঠে নিজেরাই নিজেদের শত্রু— সে কথাগুলিও অকপটে তিনি বলিয়ে নিয়েছেন তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের নায়িকা সত্যবতীর মুখ দিয়ে। সত্যবতী এই মেয়েমানুষের চলতি ছবিতেই বদল আনতে চেয়েছিল, চেয়েছিল অচলায়তনকে ভাঙতে। তাই উপন্যাসের পর্বে পর্বে সত্যবতীর প্রতিবাদী সত্তার রেশ ধরেই অন্তঃপুরের পরিবর্তমান ছবিটি ধরা পড়েছে।

উপন্যাসের ঘটনাক্রমে জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত সত্যবতী নিজে নেয়, প্রতিটি অন্যায়, বৈষম্যের সাধ্যমতো প্রতিবাদ করে সে, প্রতিকারও চায়। সমাজ-নির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকার বিরুদ্ধাচারী প্রতিবাদী সত্যবতী তাই উপন্যাসের সূচনাপর্ব থেকে 'দজ্জাল', 'দস্যি', 'বেয়াড়া' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত হয়। তবুও প্রতিবাদী সত্তাটি সত্যবতী লালন করেছে তার অন্তরে। পরবর্তীতে সত্যবতীর কন্যা সুবর্ণলতার প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার অদম্য লড়াইয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে ট্রিলজির দ্বিতীয় উপন্যাস 'সুবর্ণলতা'-র মধ্যে দিয়ে। সুবর্ণলতা তার মা সত্যবতীর মতো প্রগতিশীল মানসিকতা নিয়ে বড় হলেও সমাজের কঠোর নিয়মকানুন, বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির প্রবল রক্ষণশীলতা এবং দাম্পত্য জীবনের শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে পড়ে। বিয়ের পর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা এবং বাড়ির নারীদের শিক্ষার আলোয় আনার জন্য সুবর্ণলতার প্রবল সংগ্রাম, এই উপন্যাসের অন্যতম মূল বিষয়। আশাপূর্ণা দেবী অত্যন্ত সুনিপুণ লেখনীর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে নারীদের প্রতি পুরুষদের অবজ্ঞা, অবদমন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। সুবর্ণলতা নিজের জীবনে পুরোপুরি স্বাধীন হতে না পারলেও তার কন্যা বকুলের মাধ্যমে নারীমুক্তির স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, যা তার জীবনের সংগ্রামের আদর্শ সাক্ষ্যকে বহন করেছে।

ট্রিলজির তৃতীয় তথা শেষ উপন্যাস 'বকুলকথা'-র নায়িকা বকুল তার মা সুবর্ণলতার অসহায়তা ও সামাজিক শৃঙ্খল ভাঙার স্বপ্নকে নিজের জীবনে ধারণ করেছে। তাই প্রথম থেকেই নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরিতে সে বদ্ধপরিকর। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র সত্যবতী অর্থাৎ তার দিদিমা এবং মা সুবর্ণলতার সংগ্রাম বকুলের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে এই উপন্যাসে। সে তার মায়ের না-লেখা বা হারিয়ে যাওয়া কথা ও ইতিহাস লিখে সমাজের সম্মুখে প্রকাশের শপথ নেয়। তাই বকুল তার আগের প্রজন্মের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন, স্বাধীনচেতা এবং প্রতিবাদী নারী রূপে চিত্রিত, যে নিজের প্রতিবাদী সত্তা দ্বারা পারিবারিক ও সামাজিক বেড়াজাল ভাঙতে সক্ষম হয়। উপন্যাসে বকুল নিজেকে 'অনামিকা দেবী' ছদ্মনামে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং নিজের লেখনী দ্বারা সামাজিক লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে এক স্বতন্ত্র নারীবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

আশাপূর্ণা দেবীর লেখা ত্রয়ী উপন্যাসের সংগ্রামী, প্রতিবাদী চিন্তাধারা তার সৃষ্ট বিভিন্ন ছোটগল্পেও সম্যক রূপে চিত্রিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'সীমারেখার সীমা' গল্পটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেখানে নারীদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে তাদের অসীম মানসিক জগত এবং সামাজিক শৃঙ্খল ভাঙার এক নীরব প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সংসারের ঘানি টানতে টানতে নারীরা কীভাবে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের বলিদান দিতে বাধ্য হয়, তা মালবিকা চরিত্রটির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তার লেখা 'ক্যাকটাস', 'উদ্বাস্তু' 'নিবারণচন্দ্রের শেষকৃত্য' সহ বিভিন্ন ছোটগল্পে কখনও সরবতার, আবার কখনও নীরবতার আঙ্গিকে ধ্বনিত হয়েছে স্বতন্ত্র প্রতিবাদী চিন্তাধারার সুর।

এমনই প্রতিবাদী চিন্তাচেতনার সুর শোনা গেছে পরবর্তীকালে সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর সৃষ্ট সাহিত্য রচনায়। তাঁর সাহিত্যে নারীবাদী ভাবনা প্রথাগত নারীবাদের চেয়ে এক ভিন্ন, বৈচিত্র্যপূর্ণ আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে, যা মূলত প্রান্তিক, আদিবাসী ও শোষিত নারীদের শারীরিক, মানসিক যন্ত্রণা সহ তীব্র প্রতিবাদ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপে। তাঁর রচনায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির তীব্র শোষণের মুখে নারীদেহকে কেবল ভোগ্যবস্তু বা পণ্য হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এক অটুট প্রতিবাদ স্থাপিত হয়েছে স্পষ্টভাবে। তাঁর লেখা 'দ্রৌপদী', 'রুদালী', 'স্তনদায়িনী'-র মতো ছোটগল্পগুলিতে তাঁর এই প্রতিবাদী ভাবনা এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী জীবনে পেশাগত ভাবে অধ্যাপনার পাশাপাশি, সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি সম্পন্ন করেছিলেন, তাই তাঁর সাহিত্যে প্রান্তিক নারীর প্রতি সমাজের অবহেলিত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বর ধ্বনিত হয়েছে নিপুণভাবে। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত নারীর বদলে সাঁওতাল, ডোম, ভূমিজ বা অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের জীবন সংগ্রামের চিত্র প্রাধান্য পেয়েছিল মহাশ্বেতা দেবীর কলমে। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে প্রথমেই বলা যায় 'দ্রৌপদী' (১৯৭৭) গল্পটির কথা, গল্পের নায়িকা দোপদি মেঝেন ধর্ষণের শিকার হয়েও যখন তার রক্তাক্ত নগ্ন শরীর নিয়ে সেনাপ্রধানের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁর সাদা বুশশার্টে থুতু ফেলতে ফেলতে যখন একথা বলে যে— "হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না" তখন তাঁর শরীরই তাঁর মর্মন্তুদ প্রতিবাদের অন্যতম ভাষা হয়ে ওঠে। আর এই প্রতিবাদী ভাষার সামনে সেসময় ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে সশস্ত্র পুলিশ তথা পুরুষ সমাজ।

১৯৭০-এর দশকের উত্তাল নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত মহাশ্বেতা দেবীর অসামান্য উপন্যাস 'হাজার চুরাশির মা'-তেও দেখা যায় এক শোকার্ত মায়ের সামাজিক প্রতিবাদের সুনিপুণ চিত্র। উপন্যাসের নায়িকা তথা প্রধানা চরিত্র সুজাতা চ্যাটার্জী, তাঁর পুত্র 'ব্রতী' নকশালপন্থী আন্দোলনের জন্য পুলিশ কর্তৃক নিহত হওয়ার পর ক্রমে উপলব্ধিতে পৌঁছায় যে, ব্রতী কেবল তাঁর সন্তান নয়, সে শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি। এই উপলব্ধিতে তিনি নিজ পরিবার ও সমাজের ভণ্ডামি এবং স্বার্থবাদী আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে মহাশ্বেতা দেবীর 'রুদালী', 'স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প' - তেও আমরা এক ভিন্ন আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সামাজিক প্রতিবাদের ছবি দেখতে পাই।

প্রবন্ধের শেষার্ধে এসে যে নারী কবি তথা সাহিত্যিকের নাম এখন উল্লেখ করতে চাই, তিনি হলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎদের মধ্যে অন্যতম কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক কবিতা সিংহ। তিনি ছিলেন একজন নারীবাদী লেখিকা। তাঁর লেখা 'সহজ সুন্দরী', 'কবিতা পরমেশ্বরী', 'হরিণা বৈরী' প্রভৃতিতে কবিতার আঙ্গিকে এক স্বতন্ত্র প্রতিবাদী ধারাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। স্বীয় জীবনে শৈশব থেকেই নানাবিধ লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হওয়ার যন্ত্রণা তাঁর মধ্যে বপন করেছিল সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বীজ, যার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত আঙিনায় সমাজকে লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা সম্পন্ন সাহিত্য তথা নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যের কথা নারী সাহিত্যিকদের পাশাপাশি পুরুষ সাহিত্যিকদের রচনাতেও তাঁর চিত্র ফুটে উঠেছিল বিংশ শতকের নানান সময়ে। তবে নারীদের আঁতের কথা, যন্ত্রণার কথা যখন সাহিত্যিক রূপ খুঁজে পেল নারীদের কলমের চালনাকে আশ্রয় করে, তখন তা এক অনন্য উচ্চতাকে স্পর্শ করল। আর সেই উচ্চতায় যে সকল নারী সাহিত্যিকেরা নারীদের কথাকে কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাঁদের সকলকে ভারতীয় নারী সমাজ আজীবন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। বিশেষত বাংলা সাহিত্যের পাঠকগোষ্ঠী এবং বাঙালি সমাজ বিগত শতকের উল্লেখযোগ্য ষাট এবং সত্তরের দশকে সৃষ্ট অবিস্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টিদের আজও স্মরণ করে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতার সাথেই। আর সেই প্রাসঙ্গিকতার হাত ধরেই এই কঠিন সমাজের বুকে আজও প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও ঘটে চলা সামাজিক লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে সাধারণ নারীদের অন্তরেই তাদের প্রতিনিধি হয়ে বেঁচে থাকে সাহিত্যের পাতা থেকে উঠে আসা সত্যবতী, বকুল এবং দ্রৌপদীরা। যাদের দেখানো প্রতিবাদী পদচিহ্নকে আজও অনুসরণ করে চলেছে আজকের নারী সমাজ।

গ্রন্থপঞ্জি

দেবী, আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৭১।
দাস, উদয়চাঁদ, সম্পাদিত, মানবীকথার প্রসারিত পথ: 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' রত্নাবলী কলকাতা, বৈশাখ ১৪২৫, এপ্রিল ২০১৮।
দেবী, আশাপূর্ণা, 'আর এক আশাপূর্ণা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ জানুয়ারি ১৯৯৪।
নাহার, বদরুন, প্রান্তিকের কণ্ঠস্বর: মহাশ্বেতা দেবী, কালি ও কলম পত্রিকা, জানুয়ারি, ২০১৪।
ভৌমিক, প্রমিতা, ফিরে দেখা কবিতা সিংহ, কালি ও কলম পত্রিকা, ডিসেম্বর ২০১৫।

All rights reserved. © 2026